মুজিবনগরে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সুফিয়া খাতুন
(৬০) নামে এক গৃহবধূকে হত্যা করে ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দিতে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেল তিনটার দিকে উপজেলার টুঙ্গি গোপালপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সুফিয়া খাতুন ওই গ্রামের খেদের আলীর স্ত্রী।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সুফিয়া খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং মরদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা হত্যার ইঙ্গিত বহন করে।

নিহতের স্বামী খেদের আলী বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে তার আপন ভাই আখের আলীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। গত ৫ এপ্রিল প্রতিপক্ষরা দলবল নিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। সেই বিরোধের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

তিনি আরও জানান, দুপুরে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তার স্ত্রী ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে এবং শরীর রক্তাক্ত।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় নিখোঁজের একদিন পর নর্দমা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিখোঁজের একদিন পর নর্দমা থেকে উদ্ধার হলো মাহিন (৫) নামে এক শিশুর মরদেহ। আজ সোমবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সে ওই গ্রামের মামুন আলীর ছেলে।

স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য ইউনুস আলী জানান, রবিবার (১২ এপ্রিল) দুপুর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

আজ সোমবার সকালে বাড়ির পাশের নর্দমায় পানিতে মাহিনকে ভাসতে দেখা যায়। পরে পরিবারের লোকজন নর্দমা থেকে মাহিনের মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,আমরা পুলিশ পাঠেয়েছি ঘটনা তদন্ত পৃর্বক ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

পদ্মায় বাসডুবি; কুষ্টিয়ার ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার, ৩ জনের দাফন সম্পন্ন

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় পদ্মা নদীতে যাত্রীবাহী বাস সৌহার্দ্য পরিবহন ডুবে যাওয়ার ঘটনায় কুষ্টিয়ার নিহত ৪ জনের মধ্যে ৩ জনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

কুষ্টিয়ার নিহতরা হলেন- কুষ্টিয়া পৌরসভার মজমপুর গ্রামের মো. আবু বক্কর সিদ্দিকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৬), কুষ্টিয়ার

খোকসা উপজেলার খাগড়বাড়িয়ার হিমাংশু বিশ্বাসের ছেলে রাজীব বিশ্বাস (২৮), একই উপজেলার ধুশুন্ডু গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ইস্রাফিল (৩), একই উপজেলার সমসপুর গ্রামের গিয়াসউদ্দিন রিপনের মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা (১৩)।

ইতোমধ্যে সদরের জুগিয়ায় নিজ গ্রামে মর্জিনার দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পারিবারিক কবরস্থানে তার দাফন করা হয়। সেখানে নিহতের স্বামী আবু বক্কর ও ভাই, স্বজন ও প্রতিবেশীরা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা জানাজায় অংশনেন।

ঢাকায় বসবাসরত চিকিৎসক মেয়ের বাসায় যাওয়ার জন্য রাজবাড়ীর পাংশা থেকে সোহার্দ পরিবহনের বাসে উঠেন স্থানীয় পল্লী বিদ্যুতের বিলিং সুপার ভাইজার মর্জিনা খাতুন। এর ঘন্টাখানেক পরেই মুত্যুর খবর পান পরিবারের লোকজন। বাস দুর্ঘটনাকে দায়িত্বে অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা হিসেবে দেখছেন স্বজন ও এলাকার মানুষ। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিচার চান।

মর্জিনা খাতুন হাসি যাঁকে হাসি আপা নামে চিনতেন পুরো এলাকার মানুষ। হাসিখুশি মানুষটি সবার সাথে মিশতেন, খোঁজ খবর রাখতেন। সেই মানুষটির চির বিদায়ে এলাকায় শোকের ছায়া। স্বজনদের মধ্যে কান্নার রোল। হাসিকে হারিয়ে কান্না করছে পুরো এলাকার মানুষ।

এদিকে খোকসায় নিহত আয়েশা সিদ্দিকা ও ইস্রাফিলের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। রাজিবের শেষকৃত্যের প্রক্রিয়া চলছে। খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বুধবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে ডুবে যাওয়া সৌহার্দ্য পরিবহনের বাসটি কুষ্টিয়া হয়ে ঢাকা যাচ্ছিল। কুমারখালী ও খোকসা ধেকে কয়েকজন যাত্রী নেয় বাসটি।

মুজিবনগর সীমান্তের মাঠ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন নাওগাড়া মাঠের ধানক্ষেত থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্থানীয় লোকজন মাঠে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

মেহেরপুরে নিখোঁজের ৭ দিন পর পরিত্যক্ত অবস্থায় নারীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে নিখোঁজের ৩ দিন পর টগরী খাতুন (৩৫) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মেহেরপুর পৌর এলাকার ক্যাশবপাড়া এলাকার একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত টগরী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের সেন্টু মিয়ার স্ত্রী। তার দুটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, নোমান গার্মেন্টসের স্বত্বাধিকারী নোমানের ক্যাশবপাড়ার পরিত্যক্ত জমিতে একটি নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে নিহতের স্বামী সেন্টু মিয়া ঘটনাস্থলে এসে মরদেহটি তার স্ত্রীর বলে শনাক্ত করেন।

নিহতের স্বামী সেন্টু মিয়া অভিযোগ করে বলেন, ৩ দিন আগে তার স্ত্রী টগরী খাতুন বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে বের হন। এরপর থেকে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় তিনি একাধিকবার মেহেরপুর সদর থানায় যোগাযোগ করলেও পুলিশের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাননি বলে দাবি করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সিরাজগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদ নেতার মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানাধীন যমুনা নদীর বালুবাহী ড্রেজার থেকে গণঅধিকার পরিষদের এক নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে চৌহালী নৌ থানা পুলিশ।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে জালালপুর ইউনিয়নের পাড়ামোহনপুর এলাকায় যমুনা নদীতে চলমান একটি ড্রেজার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাফিজুল ইসলাম হাফিজ (৩১) এনায়েতপুর থানা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাঐখোলা গ্রামের কমল মুন্সীর ছেলে।

জানা গেছে, নিহত হাফিজসহ কয়েকজন মিলে জালালপুর, আড়কান্দি ও পাড়ামোহনপুর এলাকায় বালুর ব্যবসা করতেন। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে একটি ড্রেজারের বাল্কহেডে সহযোগীদের সঙ্গে খাবার

খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে সহকর্মীরা তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে এনায়েতপুর থানা পুলিশ ও চৌহালী নৌ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

চৌহালী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফিরোজ উদ্দিন ঢাকা পোস্টকে বলেন, নিহতের শরীরে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই এবং প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছে। নিহত হাপিজ রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশটি হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ১৩ ঘন্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর ঘরে মিলল সাড়ে তিন বছরের শিশু সাবা’র লাশ

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি গ্রামের সিটির মোড় এলাকা থেকে ১৩ ঘন্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর ঘর থেকে শিশুটির বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধার করা হয়। সেকাল ৮টায় বাইরে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজা-খুজি ও মাইকিং করার পরেও বাচ্চাটিকে না পেয়ে তার বাবা ঝিনাইদহ সদর থানায় জিডি করে।

পরে রাত নয় টাই প্রতিবেশী মাসুদের স্ত্রী সান্তনার খাটের নিচ থেকে বস্তাবন্দি সাবার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ফুটফুটে শিশুটিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক সন্দেহ পুলিশের। শিশু সাবা ওই গ্রামের সাইদুল ইসলামের মেয়ে।

মিশুর স্বজনদের কাছ থেকে জানাযায়, সাবা বুধবার সকাল ৮টার দিকে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়, শিশুটির বাবা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। জিডি এন্ট্রির পর পুলিশ আশপাশের পুকুরসহ বিভিন্ন

স্থানে তল্লাশি চালালেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ মেলেনা।

বুধবার সন্ধ্যার পর বস্তা বন্ধী লাশ নিয়ে প্রতিবেশী মাসুদের বউ সান্তনা খাতুন বাড়ীর পাশে একটা পুকুরে ফেলে দিতে গেলে ওই গ্রামের তোতা নামের একজনের সাথে দেখা হয়, এসময় মাসুদের বউ বস্তাটি নিয়ে দ্রুত বাড়ীতে চলে যাই এবং বস্তাবন্ধী সাবার লাশ তার নিজ খাটের নিচেই রেখে দেয়।

এ সময় প্রতিবেশী ও স্থানীয়রা রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাসুদের স্ত্রীর সন্দেহ জনক আচরনের কারণে তার ঘরের মধ্যে খুজতে থাকে। এসময় তার খাটের নিচেই বস্তাবন্দি সাবার নিথর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই মনোজ কুমার ঘোষ রাত ১০টার দিকে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, সাবাকে পরিকল্পিতভাবে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে।

এছাড়া সান্তনার বয়ান থেকে জানা যায়, খেলার সময় সমবয়সি তার ছেলে জোবায়ের স্ট্যাম্প দিয়ে সাবার মাথায় আঘাত করলে সাবার মৃত্যু হয়, কিন্তু সে ভয়ে কাউকে না জানিয়ে লাশটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

এই ঘটনায় প্রথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিবেশি মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুন (৩০) কে পুলিশ আটক করেছে।

ফুটফুটে কন্যাশিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধারের পর পবহাটি গ্রামজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কন্যাশোকে শিশুটির পিতামাতা সম্পূর্ণ হতবিহ্বল। গ্রামের মানুষ এই জঘন্য হত্যাকান্ডের সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত খুনিকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্মা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত দোষিকে চিহ্নিত করে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতে স্বক্ষম হবে। এই হত্যাকান্ডের ঘটনায় জিঞ্জাসাবাদের জন্য প্রতিবেশী মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুনকে গতকাল রাতেই আটক করা হয়েছে।

গাংনীতে তালাবদ্ধ ঘরে কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভিতর থেকে বিপ্লব হোসেন নামের এক কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিপ্লব হোসেন বগুরা জেলার আশিরবাটি গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে কারখানার তালা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার অপর দুই সহযোগী বগুড়ার ফুলবাড়ি গ্রামের আজাদুলের ছেলে মাসুদ ও নয়ন মিয়ার ছেলে নাহিদ পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি কারখানার মধ্যে মরদেহটি রয়েছে। বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকায় এখনো মরদেহটি উদ্ধার করা যায়নি। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। সিআইডির টিম আসলে ঘরের তালাভেঙ্গে উদ্ধার করা হবে।

ওসি (তদন্ত) মামুন আরো জানান, বিপ্লব হোসেন ও তার অপর দুই সহযোগী ফতাইপুর গ্রামের রিকাত আলীর এই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে কাঠের ফার্নিচার বানিয়ে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করতেন। গত শনিবার নাদিম হোসেন বিপ্লব হোসেনের তিনটি ফার্নিচার মেশিন ও নগদ সাত হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। পরে মাসুদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেই বিপ্লব। মাসুদের সহযোগী নাহিদকে খুঁজে আনাররজন্য চাপ দেন। তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ রয়েছে ওই দুই কর্মচারী।

মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনজুর আহমেদ গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত টলি খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সবেদ আলীর মেয়ে। প্রায় ২ যুগ আগে তার বিয়ে হয় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সর্দারপাড়ার তাজুল ইসলামের সঙ্গে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, টলি খাতুনকে স্বামী তাজুল ইসলাম নির্যাতন করে হত্যা করেছে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিহতের ফুফু মুর্শিদা খাতুন বলেন, টলির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। গলায় দড়ির দাগ, পেটে মারধরের দাগ রয়েছে। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তাজুলের ফাঁসি চাই।

অন্যদিকে নিহতের স্বামীর চাচা এনামুল হক দাবি করেন, তাজুল তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। বছর খানেক আগে সে তার মায়ের নামে থাকা জমি টলির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। ঘটনার আগের দিন টলি শাশুড়িকে ভাত খেতে দেয়নি, এ নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর টলি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।

গাংনী থানা পুলিশের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে টলি খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

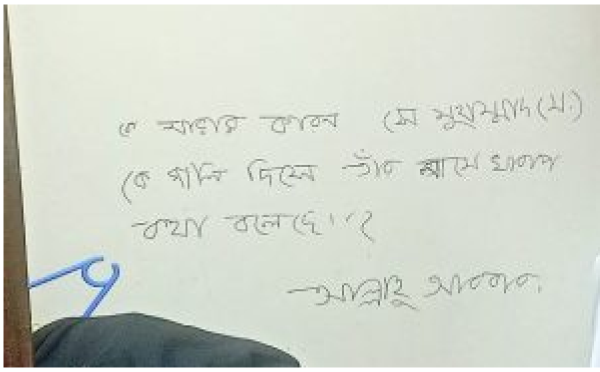

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ীর হাত-পা বাঁধা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর
ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রাম থেকে
তোয়াজ উদ্দিন শেখ (৫২) নামের এক
ব্যবসায়ীর অর্ধগলিত মরদেহ নিজ
বাসা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।
তিনি ওই গ্রামের হারিস আলী শেখের
ছেলে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে কেশবপুর গ্রামের তার নিজ বাড়ির একটি তালাবদ্ধ ঘর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বুধবার বিকেলে তোয়াজ উদ্দিনের ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে স্থানীয়রা তার স্বজনদের খবর দেন। পরে স্বজনরা জানালা দিয়ে তার মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ঘরের তালা ভেঙে হাত-পা বাঁধা মরদেহটি উদ্ধার করে।

তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি উদ্দ্যেশ মূলক হত্যাকান্ড। এদিকে ঘরের দেয়ালে একটি চিরকুট লেখা দেখে মানুষের ধারণা নানা ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাতে লোখা আছে ‘তাকে মারার কারণ সে মুহাম্মদ (সা:) কে গালি দিসে তাঁর নামে খারাপ কথা বলেছে। আল্লাহু আকবার। এনিয়ে পুলিশের মাঝেও চলছে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া তবে সবকিছু তদন্ত সাপেক্ষে বেরিয়ে বলে তাদেও ধারণা

প্রতিবেশিরা জানান, নিহত তোয়াজ উদ্দিন শেখ ঢাকায় বসবাস করতেন গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে আসেন। স্ত্রী-সন্তান না থাকায় তিনি গ্রামের বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। সবশেষ গত সোমবার গ্রামের অনেকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে বলে বলেছেন। তারপর থেকে কেউ আর তাকে রাস্তাঘাটে দেখতে পাননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল

মামুন জানান, প্রাথমিকভাবে হত্যাকান্ড হিসেবে আমরা ধারণা করছি। সুরতহাল শেষে মরদেহ মর্গে পাঠানো হবে। তদন্তের পরে হত্যাকান্ডের প্রকৃত কারণ জানা যাবে।